সংবাদ

27 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

তারাগঞ্জে শিক্ষা কর্তার বিরুদ্ধে নিবন্ধন বদলি বাণিজ্যের অভিযোগ

প্রতিনিধি, তারাগঞ্জ (রংপুর)

রংপুর তারাগঞ্জ উপজেলায় একই নামে দুইটি বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে এলাকাবাসির মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে মর্মে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলো নিবন্ধনের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। উপজেলা প্রাথমিক ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগমের কাছে নিয়ম অনিয়মের কোন প্রশ্ন নেই। টাকা দিলে সব অনিয়ম নিয়ম হয়ে যায়। এদিকে তারাগঞ্জ উপজেলায় ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠা বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম, নার্সারি প্রিপারেটরি ও কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো নিবন্ধনের নামে নিয়ম নীতি তোয়াক্কা না করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দুই হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছেন মর্মে অভিযোগ উঠেছে, এছাড়াও শিক্ষকদের সুবিধা জনক বিদ্যালয়ে বদলী বণিজ্য করে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ বনে গেছেন ওই কর্মকর্তা। এছাড়াও শিক্ষা সায়ক ভাতার আবেদন কারীদের কাছ থেকে প্রায় কয়েক হাজার টাকা নিয়ে আবেদন গ্রহন করেছেন ওই কর্মকর্তা। উপজেলার হাড়ীয়ারকুঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ একাধিক শিক্ষ নাম প্রকাশ না করার শর্থ দিয়ে কয়েকজন শিক্ষক, শিক্ষীকা বলেন, বাচ্চাদের শিক্ষা সহায়ক ভাতার জন্য আবেদন করলে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগম ৫শো থেকে ২হাজার টাকা দাবী করেন। উপজেলা ফরিদাবাদ ডাক্তারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একেএম শফিকুল ইসলম বলেন, শিক্ষা অফিসার মিনারা আপা কোন টাকা পয়শা খায় না। কিন্তু তার পাশের রুমে অফিস সহকারী কেলাক মোক্তার হোসেন (বড় বাবু) নামে পরিচিত তার সাথে দেখা করতে বলেন, সহকারী কেলাক আপার কথা বলে কিছু নেয়। প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কেলাক মোক্তার হোসেন বলেন, যে আপনাকে বলছে সে ভুল তথ্য দিয়েছে আর আপনি যদি লেখেন আপনার মত লোক আমার ও আছে। এ ব্যাপারে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগমের গতকাল মুঠোফোনে ১১টা ৫০মিনিটে কাথা হলে তিনি সকল অভিয়োগ অস্বীকার করে বলেন, আমি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করি, তাছারা বাংলাদেশের কোন উপজেলায় অনিয়ম নেই আমি আস্থে আস্থে সব অনিয়ম নিয়ম করে নিব। এলাকাবাসী ও স্থানী সুধিসমাজ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ ওই দুর্নীতি বাজ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগমের বিরুদ্ধে সরেজমিন তদন্ত করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানান। সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, ২০১০ সালের জারিকৃত প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রনালয় বাংলাদেশ সচিবলায় ঢাকার প্রাগম/ বিদ্যা-১/ ৮জি-৭/৯৮ (অংশ-২)-৬৬৭ নং স্বারকের নীতিমালা অনুযায়ী কাচনা ভোকেশনালের কর্তৃপক্ষ ২০১২ ইং সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখে ১৫০ টাকা দামের নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ভোকেশনালের ৩০ শতাংশ জমি লক্ষীপুর বালাপাড়া বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে হস্তান্তর করেন। কাচনা মাঝের হাট এসএসসি ভোকেশনালের সুপার মোস্তাকিমের স্ত্রী স্বাধীনা মোস্তাফিজ খানম ওই বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়াও ওই বিদ্যালয়ে ৩ জন সহকারী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠদান দিয়ে আসছেন। বর্তমানে বিদ্যালয়টির জাতীয়করণের কাজ চলছে। অন্যদিকে ওই বিদ্যালয় থেকে প্রায় ২ শ গজ উত্তরে পাকা রাস্তার সাথে পূর্বদিকে একই নামে লক্ষীপুর বালাপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তখন থেকে পরিচালনা হয়ে আসছে। ওই বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক ওমর ফারুক শাহসহ ৪ জন শিক্ষক শিক্ষাথীদের পাঠদান দিয়ে আসছেন। এ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শাহ আলম। দক্ষিন লক্ষীপুর মৌজার মৃত জসিম উদ্দিন তাঁর নামিয় ৪০ শতক জমি মৌখিক ভাবে লক্ষীপুর বাহারুলুম ফারকিয়া মাদ্রাসার নামে দেন। পরে ১৯৮৪ ইং সালে ১৯৫১ নং দান পত্র দলিল মূলে লক্ষীপুর বাহারুলুম এবতেদায়ী মাদ্রাসার নামে উক্ত সম্পত্তি লিখে দেন। পরবর্তীতে মাদ্রাসাটি বিলুপ্ত হলে ওই সম্পত্তির ওপর ১৯৯১ সাল থেকে লক্ষীপুর বালাপাড়া বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে তখন থেকে অদ্যবধি ওই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পাঠদান দিয়ে আসছেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের নাম সংশোধনের জন্য জেলা রংপুরের মাননীয় তারাগঞ্জ সহকারী জজ আদালতে অন্য২৫/১৬ নং মামলা হলে আদালতের বিজ্ঞ হাকিম বাহারুলুম এবতেদায়ী মাদ্রাসার পরিবর্তে লক্ষীপুর বালাপাড়া বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে সংশোধনের জন্য নির্দেশ দিলে তা সংশোধিত হয়। গত ২৫ জানুয়ারী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব নুজহাত ইয়াসমিন তার স্বাক্ষরিত লক্ষিপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের বিষয়ে জেলা যাচাই-বাছাই কমিটির মতামত প্রতিবেদন দাখিল করতে রংপুর জেলা শিক্ষা অফিসার ও তারাগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে একটি চিঠি দেয়। চিঠির সংবাদ পেয়ে দুটি বিদ্যালয়ের দায়িত্বরত কর্তৃপক্ষসহ শিক্ষকবৃন্দ নিজ নিজ বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন।

ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান